প্রথম আলো

তারিখ ... JUN 07 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫ ...

অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টানাপোড়ে

আত্তীকরণ হওয়া শিক্ষক পেনশন নিয়ে দুর্ভোগে

নিজস্ব প্রতিবেদক

অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতার ফলে সরকারি চাকরিতে আত্তীকরণ করা শিক্ষকরা তাদের পেনশনের টাকা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। এ পেনশন দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়া হয়নি, এ যুক্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধার অংশবিশেষ ফেরত চেয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দুর্নীতি দমন কমিশন পেনশন দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করার সুপারিশ করেছে।

শিক্ষকদের দোরগোড়ায় পেনশন সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশ নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) দপ্তরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুর্নীতি দমন কমিশনার মনিরুজ্জামান মিঞা, সিএজি আসিফ আলী, শিক্ষা সচিব মমতাজুল ইসলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দিলারা হাফিজ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচকদের বক্তব্য সূত্রে জানা যায়, বেসরকারি থেকে সরকারি হওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ২০০১ সালের আত্তীকরণ বিধিমালার আওতায় পেনশন সুবিধা দেওয়া হবে মর্মে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষকতার মোট মেয়াদের অর্ধেক সময়কে পেনশনের জন্য বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ বিধিমালা প্রণয়নে অর্থমন্ত্রণালয়ের সম্মতি না নেওয়ায় পরবর্তী সময়ে নিরীক্ষা বিভাগ আপত্তি তোলে। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে গেলে তারা পেনশনের টাকার অংশবিশেষ (বেসরকারি শিক্ষকতার জন্য দেওয়া) ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

জানা যায়, দুই মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতায় পেনশন নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন ওই শ্রেণীতে পেনশন পাওয়ার যোগ্য অন্তত ২০ শতাংশ শিক্ষক। অবসরে যাওয়া বাকি ৮০ শতাংশ শিক্ষক ইতিমধ্যেই তাদের আর্থিক সুবিধা বুঝে পেয়েছেন।

গতকাল সভায় দুর্নীতি দমন কমিশনার মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, 'শিক্ষকরা সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত। কিন্তু অবসর গ্রহণের পর পেনশনের জন্য তাদের আইনি জটিলতার কারণে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। নিরীক্ষা বিভাগের কোনো কোনো কর্মকর্তাও অসৎ উদ্দেশ্যে নানা নিরীক্ষা আপত্তি তোলেন পেনশন পাওয়ার বিষয়টি বিলম্বিত হয় প্রবণতা বন্ধ করে শিক্ষকদের পেনশন স্থানীয় ব্যাংক হিসাবে যথাসময়ে পা ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের অ জানান। তিনি শিক্ষকদের চাকরিবৃত্তান্ত ডাটাবেজ তৈরির চলমান প্রক্রিয়া ত ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করারও তাগিদ দে

সিএজি আসিফ আলী পেনশন সমস নিরসনের জন্য বিষয়টি সচিব কমিটির পাঠাতে দুর্নীতি দমন কমিশনারকে পরামর্শ

সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা পেনশন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বি বাস্তবায়ন ও প্রক্রিয়াগত জটিলতার উল্লেখ করে বলেন, সুপারিশগুলো ইতি হলেও তা বাস্তবায়নে সময় লাগবে। এ অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।